https://www.al-feqh.com/bn

তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করবে ও বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

'আমি হাজির হে আল্লাহ, আমি হাজির, আমি হাজির। আপনার কোনো শরিক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত আপনার এবং রাজত্বও, আপনার কোনো শরিক নেই।'

যতক্ষণ বায়তুল্লাহ না দেখবে ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখবে।

৩- মসজিদে প্রবেশের দুআ পড়ে ডান পা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।

৪ - তালবিয়া বন্ধ করে দেবে এবং কাবাঘরের তাওয়াফ শুরু করবে। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ অথবা চুম্বন - যদি সম্ভব হয়- অথবা হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করবে ও বলবে:

بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد

(আল্লাহর নামে শুরু করছি। আর আল্লাহ সবথেকে বড়। হে আল্লাহ আপনার প্রতি ঈমান রেখে, আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রেখে, আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নতের অনুসরণে।)

- কাবাঘরকে নিজের বামদিকে রেখে সাতবার তাওয়াফ করবে। হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করবে ও হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে শেষ করবে।

- পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্করে রমল তথা দ্রুত চলা সুন্নত।

- তাওয়াফ কালে নিজের ইচ্ছামতো দুআ করবে। যখন রুকনে য়্যামানীর বরাবর পৌঁছবে তা স্পর্শ করবে ও তাকবির দেবে। আর যদি স্পর্শ করতে না পারে তবে হাতে ইশারা করবে না, তাকবিরও দেবে না। রুকনে য়্যামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যমতী স্থানে বলবে: ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار (হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।)

- তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে - যদি সম্ভব হয়- দু রাকাত নামাজ পড়বে। আর সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যেকোনো স্থানে পড়ে নেবে।

- এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে যাবে। সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি পড়বে:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

(নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্ব করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ভালো কাজের পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।) [সূরা আল বাকারা:১৫৮]

- সাফা পাহাড়ে ওঠবে। কিবলামুখি হবে। দু হাত ওঠাবে। তাকবির দেবে ও আল্লাহর প্রশংসা করবে। বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

(আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন এবং সকল বিষয়ের ওপর তিনি ক্ষমতাবান। আমরা গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের সম্মুখে সিজদাকারী ও তাঁর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন ও তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন।)

এরপর নিজের প্রার্থনা আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করবে। এরপর উল্লিখিত দুআটি দ্বিতীয়বারের মতো পড়বে। এরপর আবার নিজের প্রার্থনা আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করবে ও তৃতীয়বারের মতো উল্লিখিত দুআটি পড়বে।

১১ - সাফা থেকে নেমে মাওরয়ার পথে রওয়ানা হবে। দুই সবুজচিহ্নের মাঝে দ্রুতপদে ধাবমান হবে। মারওয়ায় ওঠবে এবং সাফায় যেভাবে দুআ প্রার্থনা করেছে, একইরূপে মারওয়াতেও করবে।

১১- সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সায়ী করবে।

১২- সায়ী করার পর পুরুষ তার মাথার চুল ছোট করবে। এমনভাবে চুল ছোট করবে যে সমগ্র মাথা থেকেই চুল ছোট করা হয়েছে বিষয়টি যেন পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। নারীরা সমগ্র মাথার চুল একত্রে ধরে হস্তাঙ্গুলির মাথা পরিমাণ কেটে ফেলবে।

পুরুষের ক্ষেত্রে মাথার চুল মুণ্ডন করা উত্তম। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **'হে আল্লাহ, আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করে দিন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আর চুল ছোটকারীদের জন্যে? তিনি বললেন,'হে আল্লাহ, আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করে দিন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আর চুল ছোটকারীদের জন্যে? এভাবে তিনি তিনবার বললেন। এরপর বললেন, 'চুল ছোটকারীদেরকেও ক্ষমা করে দিন।'**

১৪ - এরপর ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উমরার যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হয়ে যাবে।

সাফা-মারওয়ার সায়ী